প্রথম আলো
রোববার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২

চারদিক

মহাকাশ নিয়ে আয়োজন

চারদিক অন্ধকার। সামনে কী আছে বলা যায় না। আছে মাথার ওপর এক টুকরো আকাশ। আকাশের গায়ে তারাদের সমাবেশ। সেই সমাবেশের কোনো একজন, হঠাৎ শিকলছেঁড়া কয়েদি ডাকাতের মতো ছুটে চলে। হয়তো এ রাতেই একটি বা দুটি নয়, দেখা দেয় এমনই অনেক ছুটে চলা তারা। এটাই হচ্ছে উল্কাপাত। উল্কাবৃষ্টি। বৃষ্টি! তা-ও আবার উল্কা! গল্প। গল্পই তো। আবার হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন, সূর্যের সামনে দিয়ে শুক্র বা বুধ গ্রহ যাবে। শুক্র বা বুধ আমাদের পৃথিবী আর সূর্যের মাঝ বরাবর অবস্থান করে বলেই আমরা দেখি সূর্যের গায়ে ছোট্ট কালো বিন্দু সরে সরে যায়। শুধু আকাশের গায়ে মঞ্চায়িত ঘটনাই নয়, আছে ভূপৃষ্ঠের নিচে সার্নের গবেষণা। এমনই অসংখ্য ঘটে চলা প্রকৃতির ঘটনা জানতে ও জানাতে আয়োজন করা হয়েছে একটি কর্মশালার।

জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান অথবা রাতের আকাশের তারাদের বিষয়ে আপনাদের যাদের কিছুটা হলেও আগ্রহ আছে; আছে এ বিষয়গুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানার ও জানানোর ইচ্ছা, শুধু তাদের জন্য এই আয়োজন। বলতে পারেন বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান কর্মশালা।

গত শতাব্দী বা সহস্রাব্দে যশোর শহরে বেড়ে ওঠা যুবক রাধাগোবিন্দ চন্দ্র। সে সময়েই তাঁর বিষম তারাদের নিয়ে পর্যবেক্ষণ বিবরণীর জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো হয়েছিল একটি টেলিস্কোপ। সে কথা আজ থেকে প্রায় এক শ বছর আগের। আমরা দেখি, এই বাংলায় আরও একজন, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার। গণিত বিষয়ে উচ্চতর বিদ্যা অর্জনের জন্য যিনি ১৯৩৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন। বুয়েটের প্রথম রেজিস্ট্রার। রাতের আকাশের তারাদের সঙ্গে নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন অগণিত নির্ঘুম রাত। নির্ঘুম রাতের পর ফসল হিসেবে আমরা পেয়ে যাই *তারা-পরিচিতি*, *প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা*, *আকাশ পটসহ* আরও আরও বই। বইগুলো বিজ্ঞানের। জ্যোতির্বিজ্ঞানের।

তবে নেই কোথাও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা নিদেনপক্ষে একটি বিভাগ। আর বিভাগ বলছি কেন, বিষয়ই নেই। নেই তো কী হয়েছে? আছে বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, তার সঙ্গে রুশ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ আর ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার*। তারা সবাই এক হয়ে আয়োজন করেছে এবারের জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্মশালার। জ্যোতির্বিজ্ঞানবিষয়ক বইগুলো সব জায়গায় পাওয়াও যায় না। আর এমন যদি হয়, বইগুলো পড়তে পড়তে যেখানে আটকে যাই যাব, কেউ একজন সেগুলো বুঝিয়ে বলবেন। এসব নিয়ে জানতে-পড়তে আড্ডা দিতেই মহাকাশ কর্মশালা।

উপলক্ষটা ১৯৫৭ সাল ঘিরে। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো এই পৃথিবীর বাঁধন কাটিয়ে মহাকাশে প্রেরণ করে কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুতনিক'। সময় ছিল অক্টোবরের ৪ তারিখ। আজ থেকে ৫৫ বছর আগের কথা। মানুষের সেই মহাকাশ বিজয়ের শুভলগ্ন।

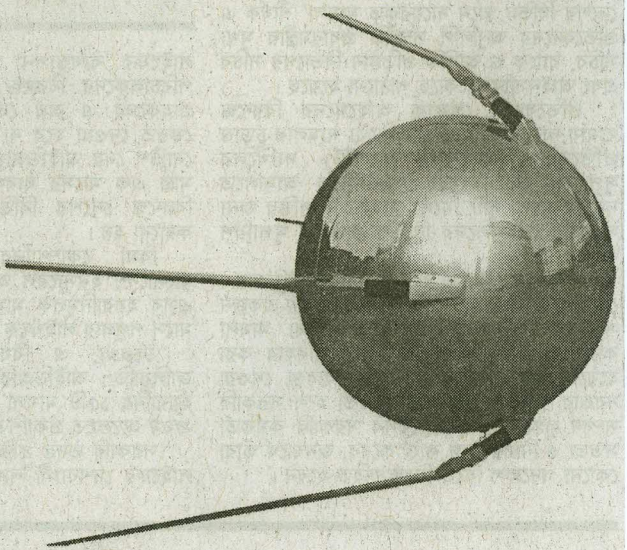

স্পুতনিক

আকাশে উড়ে বেড়ানো দোয়েল-ফড়িং-ফিঙে-প্রজাপতিদের আনাগোনা ফেলে আসা দিনগুলোর মানুষদের দোলা দেয়। আহা, আমি যদি এমনি করেই ঘুরে বেড়াতে পারতাম! প্রথম যুগে বেলুনে ভেসে বেড়ানো, তারপর রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের বিমান আবিষ্কার হয়ে স্পুতনিক, গ্যাগারিন, ভালেন্তিনা, নীল আর্মস্ট্রং হয়ে আজকের হাবল ফরচুন। এসবই মানুষের এগিয়ে যাওয়ার এক একটি ধাপ। মানুষের এই এগিয়ে চলার শুভক্ষণগুলোর একটি এই স্পুতনিক। আর তাই স্পুতনিককে স্মরণ করার জন্যই এ আয়োজন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণে আগ্রহীদের একটি নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে দুই কপি ছবিসহ আবেদন করতে হবে। এন্ট্রি ফি লাগবে দুই হাজার টাকা। আবেদনপত্র পাওয়া যাবে রুশ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, বাড়ি ৫১০, সড়ক ৭, ধানমন্ডি আ/এ অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ। বিস্তারিত জানতে ফোন করা যেতে পারে ০১৯১১৬৫৮৪৩৫ অথবা ০২৯১১৭৬৩৯ নম্বরে।

অক্টোবরের ৪ তারিখে শুরু হয়ে সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এ আয়োজন চলবে। শেষ হবে ১৩ ডিসেম্বর। শুধু বই পড়ব, আলোচনা করব। আরও থাকবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র দেখার ব্যবস্থা। ১২ ইঞ্চি ক্যাস্যেগ্রিন টেলিস্কোপ দিয়ে শনি গ্রহের বলয় অথবা বৃহস্পতি গ্রহের বুকে শত বছরের পুরোনো ঝড়, 'লাল দানব চিহ্ন' দেখব। চিনে নেব কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী-আকাশ গঙ্গা-মঙ্গল গ্রহ অথবা দূরের কোনো নীহারিকা। দেখতে পাব সে নীহারিকায় এখনো জন্ম নিচ্ছে অন্য কোনো সূর্য-নক্ষত্র-সৌরজগৎ। অন্য কোনো মাত্রিক সভ্যতা! কে জানে!

মশহুরুল আমিন